সম্প্রসারণ বার্তা

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস

২ রংপুরে দু'দিনের মাঠ সফরে কৃষি .....

৩ খাগড়াছড়ির বিনা সরিষা-৯ ও ১০ ....

৫ বরিশালে উন্নতমানের ধান, গম....

৬ রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি.....

৭ টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় রাজস্ব .....

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৯তম বর্ষ ■ ১১তম সংখ্যা ■ ফাল্গুন-১৪২৩ ■ পৃষ্ঠা ৮

দেশীয় সুস্বাদু ফল উৎপাদনে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

–মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

'দানাজাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে আজ আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। পাশাপাশি স্বল্পপরিমাণে হলেও বিদেশে রফতানি করছি। কৃষির বহুমুখীকরণেও আমাদের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু পুষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এখন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ। উদ্যানফসল বিশেষত ফলমূল, শাকসবজির যথার্থ উৎকর্ষ সাধনই হবে এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম প্রধান সহায়ক'। ০৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ বিএআরসি মিলনায়তনে বাংলাদেশ উদ্যানবিজ্ঞান সমিতির জাতীয় কনভেনশন-২০১৭ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি এ কথা বলেন। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আম উৎপাদনে আমরা বিশ্বে ৭ম ও পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম। (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বাংলাদেশ উদ্যান বিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত জাতীয় কনভেনশন-২০১৭ এর প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃতিমান বিজ্ঞানীদের সম্মাননা তুলে দেন

খুলনায় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মতবিনিময় সভা, বাগেরহাট খুলনার বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন

–এসএম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার অর্গানিক বেতাগা গ্রামে চাষি ও কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে সংসদীয় কমিটির মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. মকবুল হোসেন, এমপি

৩ মার্চ, ২০১৭, বিকেল ৪.৩০ মিনিটে খুলনার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ হল মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সাথে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় কমিটির মাননীয় সভাপতি মো. মকবুল হোসেন এমপির (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

খুলনা বিভাগ অন্যান্য বিভাগের চেয়ে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া ও চর্চায় এগিয়ে আছে- মন্ত্রিপরিষদ সচিব

–মো. আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে অনুষ্ঠিত খুলনা বিভাগীয় প্রশাসন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান ও উদ্ভাবন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেছেন, প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারীকে সবসময় জনসেবায় প্রস্তুত থাকতে হবে, এটা সাংবিধানিক দায়িত্ব। খুলনা বিভাগ অন্যান্য বিভাগের চেয়ে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া ও চর্চায় অনেক এগিয়ে আছে। ভবিষ্যতেও এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এ মেলার (৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

রংপুরে দু'দিনের মাঠ সফরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

রংপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বেদে সম্প্রদায়ের লোকজনদের মৌচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মতবিনিময় করছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. মনজুরুল হান্নান

রংপুর অঞ্চলে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি দুই দিন কৃষি বিভাগের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মনজুরুল হান্নান। মাঠ সফরের প্রথম দিন তিনি কাউনিয়া উপজেলার চরাঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি তিস্তার চরে কাউনিয়া উপজেলা কৃষি অফিস ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে Innovative Sandbar Cropping System শীর্ষক কৃষক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। চরে মিষ্টি কুমড়া, স্কোয়াস, গম, ভুট্টা, বাদাম, সরিষা, বিভিন্ন ধরনের উচ্চমূল্যের সবজি চাষ কার্যক্রম দেখে অভিভূত হন। তিনি বলেন চর এখন আর অবহেলিত নয়। চরে সাধারণ জমির মতোই বিভিন্ন ফসল ফলানো সম্ভব।

বিকেলে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি আউশ প্রণোদনা সফলভাবে মাঠে বাস্তবায়নের ওপর নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং গম আবাদ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন।

২৬ তারিখ সকালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার সম্মেলন কক্ষে তিনি বেদে সম্প্রদায়ের লোকজনকে মৌচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি মিঠাপুকুর উপজেলায় পায়রাবন্দে প্রযুক্তি গ্রাম, ভার্মিকম্পোস্ট, রাজস্ব খাতের ভুট্টা প্রদর্শনী, গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসের আওতায় প্রদর্শনী, ফ্রুট ব্যাগিং পদ্ধতিতে পেয়ারা চাষ এবং কৃষক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া পায়রাবন্দ থেকে তিনি ভিডিও কনফারেন্স মাধ্যমে মিঠাপুকুর ময়েনপুর কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের (এআইসিসি) কৃষকদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব আমের ফ্রুট ব্যাগ বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। গত বছর ময়েনপুর এআইসিসির উদ্যোগে প্রায় ১১ হাজার আমের ফ্রুট ব্যাগিং করা হয়। এবারও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ৪০ হাজারের অধিক আমে ব্যাগিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে এআইসিসির সভাপতি শাহিনুল ইসলাম বকুল উল্লেখ করেন। ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুরের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মো. আবু সায়েম।

দুই দিনের মাঠ সফরে তার সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহ আলম, রংপুর জেলার উপপরিচালক স ম আশরাফ আলী প্রমুখ।

বারটানে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ের সেচ ভবনে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ৫ দিনব্যাপী পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বারটানের সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। তিনি বলেন, আমরা জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করছি। এখন জিংক সমৃদ্ধ গমের জাত নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বায়োফর্টিফাইড বিভিন্ন ফসল উদ্ভাবনের জন্য আমাদের বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের মান বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের জ্ঞান বাস্তব ও কর্মময় জীবনে বিস্তার ঘটানো এবং সমাজের সকল পেশার জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বারটানের নির্বাহী পরিচালক মো. মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. মনজুরুল হান্নান। ০৪-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র ও পুষ্টি বিষয়ক ডিভিডি বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

রাঙ্গামাটিতে রাবার ড্যাম বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আঞ্চলিক সেমিনার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) তরুণ কান্তি ঘোষ। রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক এ কে এম হারুন-অর-রশিদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক রমনী কান্তি চাকমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপপরিচালক মো. আলতাফ হোসেন এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক তরুণ ভট্টাচার্য, প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম। (৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলামে)

রাঙ্গামাটিতে রাবার ড্যাম বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সভার শুরুতে রাবার ড্যাম প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ক দুটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপপ্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম। সেমিনারে উপস্থিত সদস্যগণ রাবার ড্যামের বিভিন্ন দিক নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বিভিন্ন নদী ও পাহাড়ি ছড়াতে আরো বেশি সংখ্যক রাবার ড্যাম নির্মানের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত রাবার ড্যামগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের সক্রিয় অংশীদারিত্বের ওপর জোর দেন। তিনি উদ্বুদ্ধকরণ ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে রাবার ড্যাম পরিচালনা কমিটিকে আরও সক্রিয় করার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতির বক্তব্যে এ কে এম হারুন-অর-রশিদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সেচের পানির অভাবে রবি মৌসুমে অনেক জমি পতিত থাকে। সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা থাকায় রবি মৌসুমে ফসল চাষ বাড়ানোর পাশাপাশি আউশ ধান চাষ এবং আমন ধানে সম্পূরক সেচ প্রদানে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচের কাজে ব্যবহারে রাবার ড্যাম প্রযুক্তি একটি পরীক্ষিত প্রযুক্তি। তিনি এই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, এনজিও, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএডিসি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সুগারক্রপস গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাবার ড্যাম পরিচালনা কমিটির কৃষক প্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ মোট ৭০ জন অংশগ্রহণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আঞ্চলিক সেমিনার

খাগড়াছড়িতে বিনা সরিষা-৯ ও ১০ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস পালিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

০৭/০২/২০১৭ তারিখ খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোন ছড়ার নাক্সতলী গ্রামে উফশী জাতের বিনা সরিষা-৯ ও বিনা সরিষা-১০ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানাজাতীয় ফসলের উচ্চফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন কর্মসূচির অর্থায়নে আয়োজিত এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার চেয়ারম্যান, চঞ্চুমণি চাকমা। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিনার উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আব্দুল মালেক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আজিজুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা আবুল কাশেম, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রিয়াজুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক তরুণ ভট্টাচার্য। বিনাসরিষা-৯ ও বিনাসরিষা-১০ আবাদকারী চাষি নিখিল খীসা তার মনোভাব ব্যক্ত

খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোন ছড়ার নাক্সতলী গ্রামে উফশী জাতের বিনাসরিষা-৯ ও বিনাসরিষা-১০ এর মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষক-কৃষাণী এবং অতিথিবৃন্দ

করে বলেন, সরিষা আবাদে তার তেমন কোনো খরচ হয়নি। জো অবস্থায় জমি চাষ দিয়ে বীজ ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ফুল আসার সময় একবার সেচ দিয়েছেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, সরিষা আবাদ পার্বত্য জেলাগুলো থেকে এখন বিলুপ্ত প্রায়। অথচ এখানে সরিষা চাষের ব্যাপক সুযোগ রয়েগেছে। সরিষার উন্নত ও উফশীজাত কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণ ও পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি বিনা ও ডিএই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে কৃষকরা যাতে এই সব জাতের বীজ সহজে পেতে পারে সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে তরুণ ভট্টাচার্য বলেন, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য সরিষা অতীব উপযোগী একটি ফসল, কেননা সরিষা চাষের পর সহজেই বোরো ধান চাষ করা যায়। তাছাড়া সরিষা থেকে মধু, খৈল, গো-খাদ্য ইত্যাদি পাওয়া যায়। দেশে বিদ্যমান তেলের চাহিদা পূরণ করতে হলে সরিষার আবাদি এলাকা বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিনাসরিষা-৯ ও বিনাসরিষা-১০ এর উদ্ভাবক ড. আব্দুল মালেক বলেন, দেশে দিন দিন আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে খাদ্যোৎপাদন হুমকির মুখে পড়ছে। তাছাড়া বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য ধান ছাড়াও অনান্য ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও তেলের দিকে ঘাটতিতে রয়েছে। সরিষা চাষ সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আমরা সেই ঘাটতি মেটাতে পারি। উল্লেখ্য, খাগড়াছড়ি জেলায় চলতি রবি মৌসুমে বিনাসরিষা-৪, বিনাসরিষা-৯ ও বিনাসরিষা-১০ এর এমন ২৩টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়।

পিরোজপুরে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প আয়োজিত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দুদিনের প্রশিক্ষণ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পিরোজপুরের খামারবাড়ির ডিএই সম্মেলনকক্ষে শেষ হয়। উদ্বোধনী দিনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার অরবিন্দ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন তালুকদার এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রকল্পের কনসালট্যান্ট ডিএইর পরিচালক (অব.) ড. আব্দুল মালেক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ হোসেন, প্রকল্পের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার আলমগীর বিশ্বাস প্রমুখ। প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিতে রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এ প্রকল্পটি অনন্য। আগামীতে এ ধরনের আরও বড় বড় প্রকল্পের সাথে আমাদের সেবা করার সুয়োগ আছে। তাই কৃষির মাধ্যমে এখানকার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, (৫ম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে)

দেশীয় সুস্বাদু ফল উৎপাদনে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদেশি ফলে অনেকের আগ্রহ রয়েছে তাতে আমাদের সমস্যা নেই। তবে আমাদের দেশীয় সুস্বাদু ফল বিষয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যাতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রসার ঘটে সেজন্য পুষ্টি ও মানসম্পন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদনের দিকে আমাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে বিগত এক যুগে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। সবজির আবাদি জমির হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম এবং গত এক দশকে সবজি আবাদি জমির পরিমাণ পাঁচ শতাংশ হারে বেড়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন তৃতীয়। তিনি বলেন, পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে মান বজায় রাখতে হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের দেশে ফল সরবরাহের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। ছোটোখাট সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করে খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ বিষয়ে তাগিদ দেন। খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

কৃষিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য কৃষিবিদ ড. এম শহীদুল ইসলামকে মরণোত্তর স্বর্ণপদক দেয়া হয়। এ ছাড়া উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে বিশেষ অবদানের জন্য বিএআরসির সাবেক চেয়ারম্যান ও এমিরিটাস সায়েনটিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক এম এনামুল হক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার, প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাণ-আরএফএল ও এসিআই লি. এবং নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার কৃষক সেলিনা জাহানকে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ উদ্যানবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় Quality and safety Assurance for Commercial Horticulture বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাছান। কৃষিবিদ ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা, এফএও বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. সু লার্টজ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত

খুলনায় কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মতবিনিময় সভা, বাগেরহাট খুলনার বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মো. মোসলেম উদ্দিন এমপি, মো. নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, এ কে এম রেজাউল করিম তানসেন এমপি, মো. মামুনুর রশীদ কিরণ এমপি, মো. নুরুল ইসলাম ওমর এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক সরেজমিন উইং, কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস।

মতবিনিময় সভায় খুলনা অঞ্চলের কৃষির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সমস্যা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল খুলনা কৃষিবিদ নিত্য রঞ্জন বিশ্বাস।

পরিচালক সরেজমিন উইং কৃষিবিদ চৈতন্য কুমার দাস বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উৎপাদনে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। তিনি ঘেরের জমি জরিপ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ, ঘের পাড়ে ফসল উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

অতিরিক্ত সচিব সম্প্রসারণ উইং মো. মোশারফ হোসেন বলেন, মাছসহ ফসল উৎপাদনে কৃষি সুরক্ষা আইন করার কথা উল্লেখ করেন।

মাননীয় সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম বাবু বলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের কাজের গুরুত্ব ও গতি বেড়েছে। সংসদ রেজাউল করিম তানসেন বলেন, সরকার কৃষিবান্ধব, কৃষি মন্ত্রণালয় হচ্ছে উন্নয়নের অন্যতম মন্ত্রণালয়। কৃষিবিদদের মেধার মাধ্যমে দেশে আজ কৃষি বিপ্লব ঘটেছে। সংসদ সদস্য মোসলেম উদ্দিন বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির খুলনা অঞ্চলে সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কৃষি কর্মকাণ্ড দেখার, কিছু শেখার এবং আপনাদের প্রস্তাবনাগুলো ঢাকায় নিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় কি না তার প্রচেষ্টা নেয়া। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হয়ে গেছে। এ দেশের মানুষ তিন বেলা ভাত খেতে পারে। আর এটা সম্ভব হয়েছে সরকারের সাথে কৃষিবিদ ও মাঠ পর্যায়ের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে।

সভাপতি মো. মকবুল হেসেন এমপি উপস্থিত কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা নবম সংসদে এসে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল কৃষি উন্নয়ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সার্থক আমাদের নেতৃত্বদানকারী কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। সভাপতি মহোদয় আরও বলেন, খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন কৃষি সমস্যা বিশেষ করে কোনো কোনো এলাকায় জলাবদ্ধ সমস্যার সমাধান এক দিনে সুরাহা হবে না। পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। মতবিনিময় সভার আগে স্থায়ী কমিটি বাগেরহাট মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষণা প্লট, ফকিরহাটের অর্গানিক বেতাগা গ্রাম, খুলনার বটিয়াঘাটার ডিএইর ব্লু-গোল্ড কার্যক্রম পরিদর্শন ও চাষি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা বিভাগ অন্যান্য বিভাগের চেয়ে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া ও চর্চায় এগিয়ে আছে- মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, কিভাবে সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া যায়। তিনি আরো বলেন, এ যুগের মূল দর্শন হলো 'গতি ও নির্ভুলতা'। এ লক্ষ্যে সারা দেশে শুরু হয়েছে একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। এ আন্দোলনে আমাদের সবাইকে শরিক থেকে হবে এবং এই বাংলাদেশকে জাতির পিতার সেই প্রত্যাশিত সোনার বাংলায় পরিণত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে খুলনা বিভাগীয় প্রশাসন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বিভাগীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান ও উদ্ভাবন উৎসব আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আব্দুস সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেছবাউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম এবং খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি এস এম মনির-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) সুভাষ চন্দ্র সাহা।

অনুষ্ঠানে খুলনা বিভাগের ইনোভেশন কার্যক্রমের সফল উদ্ভাবক, ইনোভেশন ও আইসিটি কর্মকাণ্ডে অবদান রেখেছেন এমন ২২ ক্যাটাগরিতে ১০৫ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র পদক উদ্ভাবক যথাক্রমে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নরত) মো. মমিন উদ্দিন, ঝিনাইদহ সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. উসমান গনি ও ঝিনাইদহ সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ড. খান মো. মনিরুজ্জামান। এ ছাড়া কৃষি প্রযুক্তি অনন্য উদ্ভাবন ক্ষেত্রে খুলনা দৌলতপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জাকিয়া সুলতানা ও লবণচরা মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জেসমিন আক্তার পুরস্কৃত হন।

পিরোজপুরে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

আপনারা জানেন মিষ্টি মাল্টার জন্য পিরোজপুরের সুখ্যাতি বিরাজমান। এখানে ইতোমধ্যে ৩৩৮টি বাগান স্থাপন হয়েছে। বর্তমানে আড়াই লাখ চারা বিক্রির জন্য প্রস্তুত। এখন প্রয়োজন কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে বাগানের সংখ্যা যতটা বাড়ানো যায়। আর তা যদি বাস্তবায়ন হয়, তখনি পিরোজপুরকে বলা হবে মাল্টার ভাণ্ডার। অনুষ্ঠানে ধান, গম, ভুট্টা, শাকসবজি এবং বিভিন্ন ফলের চাষাবাদ কৌশল সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে পিরোজপুর জেলার ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পিরোজপুরে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন তালুকদার

কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে খামারবাড়িস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২৪ এর প্রান্তিকের জন্য ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিসের সভাপতিত্বে সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মো. মোশারফ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. মনজুরুল হান্নান এবং বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের পরিচালক শাহনাজ বেগম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মো. মোশারফ হোসেন গণমাধ্যমের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, কৃষির আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষকের দোড়গোড়ায় সহজলভ্য করে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বর্তমান সরকারের কৃষি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সাফল্যগুলো তুলে ধরে সেগুলোকে টেকসই রূপ দিতে আরো সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সবসময় কৃষক-কৃষিজীবীদের পাশে থেকে কৃষির উন্নয়নে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের পরিচালক বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে এখনো বেতারের যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তিনি বেতারের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানে কৃষি বিশেষজ্ঞদের আরো বেশি করে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান। সভাপতির বক্তব্যে

কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারন) জনাব মো. মোশারফ হোসেন

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান কৃষি তথ্য বিস্তারে এআইএসের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকরভাবে তথ্য বিস্তারের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, দেশের ৮টি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রায় ৪০টি সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং বেসরকারি কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ মোট প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের নেতৃত্বে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে আয়োজিত এ সভায় বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনে আগামী তিনমাসের জন্য প্রচারিতব্য উপযোগী কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বরিশালে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক মো. ছারওয়ার জাহান

চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের উদ্যোগে দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা ৮ মার্চ নগরীর সাগরদির ব্রির সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালক মো. ছারওয়ার জাহানের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ।

তিনি বলেন, ধান আমাদের প্রধান ফসল হলেও গম এবং পাটের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি সংরক্ষণের জন্য রোগমুক্ত বীজ ব্যবহারে কৃষকের সচেতনতা বাড়াতে হবে। সভাপতির বক্তৃতায় প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্প আওতাধীন ধান, গম ও পাটের বীজ উৎপাদনের প্রদর্শনীগুলোতে লাইন সোয়িং, অতন্ত্র জরিপ, পানি ও সার ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হলে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। বানারীপাড়া উপজেলা কৃষি অফিসার মো. অলিউল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শংকর চন্দ্র ভৌমিক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, ডিএই বরিশালের উপপরিচালক রমেন্দ্র নাথ বাড়ৈ, ঝালকাঠির উপপরিচালক শেখ আবু বকর সিদ্দিক, বরগুনার উপপরিচালক সাইনুর আজম খান, উপপ্রকল্প পরিচালক সুরজিত সাহা রায়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্মপরিচালক ড. এ কে এম মিজানুর রহমান, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. সালেউদ্দিন, ডিএই বরিশালের অতিরিক্ত উপপরিচালক মাহমুদুল ফারুক, ঝালকাঠির অতিরিক্ত উপপরিচালক আজগর আলী, পটুয়াখালীর অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. আবদুল অদুদ খান, নেছারাবাদ উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিফাত সিকদার, ভোলা সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিয়াজ উদ্দিন প্রমুখ। এতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রি, বারি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বিএডিসি, এটিআই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, বিজেআরআই, হর্টিকালচার সেন্টারসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ কৃষিবিদ বিদস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপিকে সম্মাননা তুলে দেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বাংলাদেশের মহান শহীদ দিবসে জাতীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ

রংপুরে চাষিপর্যায়ে বীজ উৎপাদনের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) আঞ্চলিক কর্মশালা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত মঙ্গলবার ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম। শুরুতে প্রকল্প কার্যক্রমের ওপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো. ছারওয়ার জাহান। কারিগরি সেশনে রংপুর, কুড়িগ্রাম,

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম

লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলার চাষিপর্যায়ে উৎপাদিত গত বছরের আমন ও পাটবীজ এবং চলতি বছরের বোরো ও গমবীজ প্রদর্শনীর অগ্রগতি নিয়ে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। বিশেষজ্ঞগণ উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে মাঠমান ও বীজমান সঠিক রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া চাষিদের বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত করতে উৎপাদিত বীজ বিপণনে ভবিষ্যতে যেন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। এজন্য বীজ বিনিময়সহ সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণে উপস্থিত সবাই মতামত প্রকাশ করেন। কারিগরি সেশনটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সুরজিত সাহা রায়। কর্মশালায় সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৮০ জন কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম।

রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ তপন কুমার পাল, ডিএই, রাঙ্গামাটি

আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটির সভা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আয়োজনে ০৮/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটির (*RTC*) ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগের উপপরিচালক ডাঃ এ কে এম মনোয়ার হোসেন। সভায় রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কৃষি ও বন বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীবৃন্দ, জন প্রতিনিধি, কৃষক, মৎস্য চাষি, খামারিসহ অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক ও কমিটির সদস্যসচিব তপন কুমার পাল সভার শুরুতে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটির গঠন, কার্যপরিধি ও কর্মপদ্ধতির বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ তাদের স্ব স্ব দপ্তরের চলমান কার্যক্রম, আগামী মৌসুমের কর্মপরিকল্পনা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: সাখাওয়াত হোসেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম সভায় অবহিত করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপপরিচালকবৃন্দ বর্তমান মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এবং রাজস্ব খাতের আওতায় রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কৃষকপর্যায়ে স্থাপিত বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনীর বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন। সভায় পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড: মুন্সী রাশিদ আহমেদ পার্বত্য এলাকায় নতুন নতুন প্রযুক্তি বিশেষ করে আমের ব্যাগিং, ফল বাগানে মৌ বাক্স স্থাপন, বিটি বেগুন, কফি চাষ পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রসারণের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন নতুন নতুন উচ্চফলনশীল ফসল চাষের এলাকা বাড়ার ফলে স্থানীয় জুম চাষ যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক এ কে এম হারুন-অর-রশিদ বলেন পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনের তুলনায় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। কৃষি সেবা কার্যকরভাবে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য তিনি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ এবং সমন্বয় বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

পুষ্টি কর্নার : তরমুজ

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

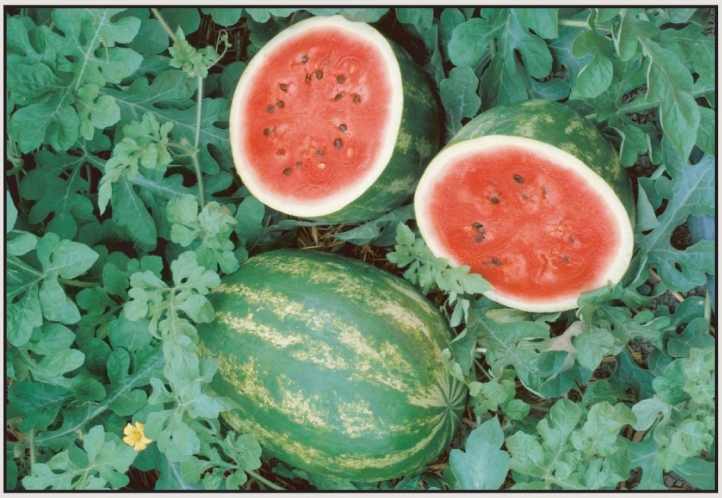

তরমুজ একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন 'এ' বিদ্যমান। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম তরমুজ এ জলীয় অংশ ৯৫.৮ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ১৬ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.২ গ্রাম, চর্বি ০.২ গ্রাম, শর্করা ৩.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, লৌহ ৭.৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। পাকা তরমুজ মূত্র নিবারক, দেহকে শীতল রাখে, অর্শরোগ লাঘব করে। বীজের শাঁস খেলে লিভারের ফোলাভাব কমে। আমাশয়, বীর্যহীনতা ও প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া বন্ধ করে। ফল ও বীজ মাথা ঠাণ্ডা রাখে। তরমুজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সাইট্রুলিন (অ্যামাইনো এসিড)। সাইট্রুলিন মানবদেহে আরজিনিন নামক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইনো এসিড উৎপাদনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। আরজিনিন টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে নিষ্ক্রিয় ইনসুলিনকে সক্রিয় করে গ্লুকোজ বিপাকের হার বৃদ্ধি করে। তরমুজ উচ্চ রক্তচাপ প্রশমক ও রক্তের অতিরিক্ত জমাটবদ্ধতা প্রতিরোধক। বাংলাদেশে চাষ উপযোগী তরমুজের উন্নত জাতগুলো হলো পতেঙ্গা জায়ান্ট, টপ ইল্ড, গ্লোরি, ওয়ার্ল্ড কুইন, বিগটপ, চ্যাম্পিয়ন, অ্যাম্পায়ার, সুইট বেবি, ভিক্টর সুপার হাইব্রিড এবং ওশেন সুপার হাইব্রিড। দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় জাত হলো সুগার বেবি। সারা দেশে তরমুজের চাষ হলেও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পাবনা, যশোর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, নাটোর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, ফরিদপুর ও বরিশালসহ চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তরমুজের চাষ করা হয়।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় রাজস্ব খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

-মো. আশেক মাহমুদ চৌধুরী, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষকপর্যায়ে তেল, ডাল, দানাদার ফসল আবাদের বৃদ্ধি কল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রদর্শনীর আওতাধীন কৃষকদেরকে বিনামূল্যে বীজ, সার, বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়

উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, টাঙ্গাইল- প্রাঙ্গণে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে রাজস্ব খাতের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থেকে বাস্তবায়ন প্রদর্শনীর বীজ সংরক্ষণ পাত্র কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কৃষকপর্যায়ে তেল, ডাল, দানাদার ফসল আবাদ বৃদ্ধিকল্পে কৃষকদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রদর্শনীর আওতাধীন কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার, বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম, উপজেলা চেয়ারম্যান, টাঙ্গাইল সদর। কৃষিবিদ জনাব মো. বনি আমিন, উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, টাঙ্গাইলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জিনাত জাহান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল সদর। এ ছাড়াও স্থানীয় কৃষি বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণসহ কৃষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

(সাত বছরের সাফল্য)

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, কৃতসা, ঢাকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্ত এর প্রত্যয়ন সেবা ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন থেকে শুরু করে মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল খামারে বীজের মান পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বিগত ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ সময়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যের প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- **নোটিফাইড ফসল যথা:** ধানের ইনব্রিড ৩৩টি ও হাইব্রিড ৮৬টি, গম ০৬টি, পাট ০৪টি, আলু ৩৫টি ও আখ ০৬টি সহ মোট ১৭০(একশত সত্তর)টি জাত ছাড়করণ/নিবন্ধন করা হয়;
- অত্র সংস্থা কর্তৃক ধান বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ১,২১,৮৭৩.২৬ হেঃ এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৯৬,১৪৫ হেঃ। গমবীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ১৯,২৭০ হেঃ এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ১৭,৫৯৩ হেঃ। পাটবীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ১৮,৩৭০ হেঃ এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ১৪,৮২০ হেঃ। আলু বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ১৩,১৮৮৮ হেঃ এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ১১,৫৩৮ হেঃ। পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ বীজ ফসলের জমি প্রত্যয়নের আওতাভুক্ত হওয়ায় দেশের পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরে বীজের মান সার্বিকভাবে উন্নত হয়েছে;
- এ সময়ে অত্র সংস্থা কর্তৃক ৩,৪১,৬৫৯ মে.টন ধান, ৪৬,৩০১ মে.টন গম, ৮,০৪৪ মে.টন পাট ও ১,৯৭,৩৪৭ মে.টন আলুসহ মোট ৫,৯৩,৩৫২ (পাঁচ লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশত বায়ান্ন) মে.টন বীজ প্রত্যয়ন করা হয়েছে;
- জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য কন্ট্রোল খামারে ধানের ৭৩৬৪টি, গমের ১৩৬৫টি, পাটের ৯৮১টি এবং আলুর ১৩৭৬টিসহ মোট ১১,০৮৬টি (এগার হাজার ছিয়াশি) প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো আউট টেস্ট সম্পাদন করা হয়। এতে চাষিপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্তি, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে;
- ধানের ৪,৬০,৬২,৭৭৬টি, গমের ৯২,০৫,৭৫৪টি, পাটের ১,৭০,০৮,৩৮৯টি ও আলুর ৪৭,৩২,৪৪০টিসহ মোট প্রায় ৭,১২,৩৮,৫৫৯ (সাত কোটি বার লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত উনষাট)টি প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ করা হয়;
- ৩০৩টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে প্রায় ৮৩০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ১০টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরে মোট ১২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। আয়োজিত ১৪টি মাঠ দিবস ও ২১টি কর্মশালায় কৃষক-কৃষাণিসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মোট ৪১১৯ জন অংশগ্রহণ করেন;
- সংস্থায় ৪টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার ও ১টি জাত পরীক্ষাগার ভবন, ১টি কম্পিউটার ল্যাব, ১টি প্রশিক্ষণ কক্ষ ও ১টি ডরমিটরি ভবন নির্মাণ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচির আওতায় ১টি ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার মিনিবাস ক্রয়সহ কারিগরি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে;
- সংস্থার (www.sca.gov.bd) ওয়েবসাইটে অনলাইনে রিপোর্টিং ও ডাটাবেইজ সংরক্ষণ শুরু হয়েছে। তাছাড়া, ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচির আওতায় বীজ পরীক্ষার ফলাফল সরাসরি সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে মোবাইল এসএমএস, ইমেইল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর মাধ্যমে পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- উল্লিখিত সময়ে মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় ২১৬২টি বীজ নমুনা পরীক্ষা করে ১৫২৫টি মানসম্পন্ন এবং ৪৫০টি নিম্নমানের নমুনা পাওয়া যায়।

স্বল্পমেয়াদি ও অধিক ফলনশীল বারি সরিষা-১৫ উৎপাদন শীর্ষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত পাবনার নলদহ গ্রামে

–এ.টি.এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

বারি সরিষা-১৫ উৎপাদন শীর্ষক মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য জনাব গোলাম ফারুক প্রিন্স

পাবনার সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে স্থাপিত 'স্বল্পমেয়াদি ও অধিক ফলনশীল বারি সরিষা-১৫ উৎপাদন' শীর্ষক এক মাঠ দিবস জেলার নলদহ গ্রামের মাঠে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমানো, স্বল্পমেয়াদি, অধিক উৎপাদনশীল ও তেলের শতকরা হার বেশি বারি সরিষা-১৫ এর বহুল প্রচার ও চাষিদের মধ্যে এর আবাদ কৌশল জনপ্রিয় করাই ছিল এই মাঠ দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

আশপাশের গ্রামের সব চাষির মাঠ দিবসের মাধ্যমে জড়ো করে প্রদর্শনী প্লটে এই সরিষার চাষাবাদ কৌশল, আন্তঃপরিচর্যা, ফসলের বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি সরেজমিন দেখানোর মাধ্যমে তাদের এই সরিষার সব লাভজনক দিক প্রত্যক্ষ করানো হয়।

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স। তিনি বলেন, ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি সরিষা-১৪ এবং বারি সরিষা-১৫ চাষিদের মধ্যে আবাদের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সরকারের সুদক্ষ নেতৃত্বে, যথাযথ পদক্ষেপে, কৃষি বিভাগের নিরন্তর পরামর্শে এবং আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারিভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে তেল, ডাল এবং মসলাজাতীয় ফসলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। অনুষ্ঠানে পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পাবনা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ মোশারফ হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান শাওয়াল বিশ্বাস, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শামসুন নাহার রেখা এবং ভাড়ারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আবু সাইদ খান।

মাঠ দিবসে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক এবং পাবনার সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ।

সভাপতির বক্তব্যে কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার বলেন, দেশে তেলের চাহিদা পূরণ এবং তেলের আমদানি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি এবং অধিক ফলনশীল সরিষার জাত বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ চাষিদের জন্য খুবই লাভজনক। এই জাতের সরিষাতে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৩% এবং আবাদের খরচ কম হওয়ায় চাষিরা সহজেই এটি আবাদে এগিয়ে আসছে। তিনি উপস্থিত সব চাষিদের এই জাতের আবাদের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

এর আগে অতিথি সব চাষিকে নিয়ে চাষি আব্দুল আলীমের বিশ শতকে আবাদকৃত বারি সরিষা-১৫ জাতের প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করেন এবং সবাইকে এর আবাদের সহজ কারিগরি দিক অবহিত করা হয়।

রাঙ্গামাটির বরকলে রাজস্ব খাতের ভুট্টা প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরকল উপজেলার আয়োজনে ২৮/০২/২০১৭ ইং তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের অ্যারাবুনিয়া ব্লকে রাজস্ব খাতে স্থাপিত ভুট্টা প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক রমনী কান্তি চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৫ বিজিবি, ছোট হরিনা জোনের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. আতিক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক তপন কুমার পাল এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটির আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবৃন্দ রাজস্ব খাতে স্থাপিত ভুট্টা প্রদর্শনীর ক্ষেত পরিদর্শন করেন। এরপর আলোচনা সভায় ইউপি সদস্য আ: সবুর তালুকদার, প্রদর্শনী ভুট্টা চাষি আব্দুল হাই, স্থানীয় কৃষক কালাম শেখ, আব্দুল হামিদ, মাহফুজসহ অন্যরা ভুট্টা চাষে তাদের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এলাকার সামগ্রিক কৃষির বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কৃষকরা বলেন, উল্লেখযোগ্য কোনো বিকল্প ফসল এলাকায় চাষ হয় না বলে কৃষকরা অনেকটা বাধ্য হয়ে তামাক চাষ করে আসছেন। ভুট্টাসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় ফসলের উপযুক্ত জাতের বীজ, সার সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা গেলে এবং উৎপাদিত ফসল সহজে বাজারজাত করার ব্যবস্থা করলে কৃষকরা তামাক চাষের পরিবর্তে অন্য ফসল চাষে আগ্রহী হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ তপন কুমার পাল বলেন, পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে উৎপাদিত পণ্য বিশেষ করে পচনশীল কৃষি পণ্য যথাসময়ে বাজারজাতকরণে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেজন্য ফসল নির্বাচনে আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। তিনি ভুট্টা আবাদের পাশাপাশি মসুর, মুগ, সরিষা, আখ, তিল, গম ইত্যাদি ফসল চাষ ও সরিষা ক্ষেতে মৌ বাক্স স্থাপনের জন্য কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রধান অতিথি লে. কর্নেল মো. আতিক চৌধুরী বলেন, অ্যারাবুনিয়া এলাকার কৃষকদের ফসল চাষে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এইসব প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক কৃষকদের এলাকার উপযোগী ফসল চাষের উপকরণ ও পরামর্শ প্রদান করা হলে তামাক চাষ অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

সভাপতির বক্তব্যে উপপরিচালক রমনী কান্তি চাকমা বলেন, হাইব্রিড ভুট্টা চাষে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়, বোরো ধানের চেয়ে সেচ কম লাগে, কম খরচে লাভ অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাই এর আবাদ বাড়ানোর জন্য তিনি কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় আধুনিক জাতের ফসল চাষের আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফসলের উন্নতমানের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অনুপ কুমার দত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বরকল উপজেলার উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ এলাকার সর্বস্তরের কৃষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার ভূষণছড়া ইউনিয়নের অ্যারাবুনিয়া ব্লকে রাজস্ব খাতে স্থাপিত ভুট্টা প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠান

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: মো: ছগির হোসেন, কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) মো. নুর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত